OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 753 - 765
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 753 - 765
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

সুফিয়া কামাল ও সিমিন বাহবাহানি : ব্যক্তি ও সৃজনে সাদৃশ্য

মিজানুর রহমান
পিএইচডি রিসার্চ স্কলার, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
Email ID : persianmizan@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Sufia Kamal, Simin Behbahani, comparative study, poetry, personal life.

Abstract

There is a common resonance among individuals who embody art, culture, and humanitarian values, regardless of their geographic origins. They remain committed to expressing similar sentiments through their work and thoughts. Two such figures—renowned Bangladeshi poet and women's rights leader Begum Sufia Kamal (1911–1999) and Simin Behbahani (1927–2014), the "Lioness of Iran"—were creators of poetic harmony. Both possessed an indomitable spirit and chose poetry as their primary medium of expression. They fought for women's emancipation in patriarchal societies, founded organizations, led movements, and stood as obstacles to oppressive regimes, enduring persecution as a result. Their poetry exhibits the essence of lyrical verse, focusing on themes such as patriotism, love, nature, feminism, free thought, poverty, human compassion, ethics, and personal experiences. Their voices and tones were strikingly similar, and their use of simple, accessible language made them poets of the people. Both maintained connections with prominent global poets, writers, intellectuals, and social activists. They traveled extensively in secular countries, documenting their experiences. Simin Behbahani was nominated for the Nobel Prize twice, while Sufia Kamal received international honors, including recognition from Russia. These similarities extended to their personal lives, including their deep affection for their first husbands. Sufia Kamal's famous poem Taharay Pore Mone ("Only He Comes to Mind") reveals her profound love for her first husband. Simin Behbahani, too, honored her first husband, Hasan Behbahani, by adopting his family name. Both poets gained acclaim for their memoirs. Sufia Kamal's "Ekattorer Diary" (Diary of 1971) and "Ekale Amader Kal" (Our Era in This Age) are highly regarded, just as Simin Behbahani's autobiography "Ba Madaram Hamrah: Zendeginameye Khodnevesht" (With My Mother: A Self-Written Biography) echoes similar themes.

This essay presents a comparative study of these two revolutionary poets and women's leaders, analyzing their personal lives, poetic themes,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 753 - 765
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

artistic forms, accolades, and global influence—despite growing up in different linguistic, cultural, and environmental backgrounds.

Discussion

ভূমিকা : আমরা যে যেখানেই জন্মাই না কেনো, নাম বা রীতি রেওয়াজে মিল থাকুক না কেনো, সবাই কিন্তু স্বতন্ত্র। তবে এই স্বতন্ত্রতাকে বুড়ো আঙুল প্রদর্শন করে কিছু কিছু বিষয়ে অনেকের সাথে অনেকের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আর তা সৃজন ও ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে বেশি। কেননা, সৃজনশীল মানুষদের চিন্তা, কর্ম আর ভাব থাকে এই পৃথিবীর মানুষ, প্রকৃতি, ভাললাগা, রাগ-অনুরাগ ইত্যাদিকে ঘিরেই। আর এসব ক্ষেত্রে দু'দেশ আর দু-সংস্কৃতি একটি সম্মিলন আমরা দেখতে পাই বাংলার বিখ্যাত নারীবাদী নেত্রী, কবি ও জীবন সৈনিক বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯) এবং ইরানের নারীদের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর কবি ও সমাজকর্মী সিমিন বাহবাহানির (১৯২৭-২০১৪) মধ্যে। তাঁদের জীবন ও কর্ম পাঠে বেশ চকিত হয় পাঠককূল। আর গবেষকগণ উন্মুখ হয়ে সাযুজ্য সন্ধান করে সে কৌতুহলকে আরও বাড়িয়ে তুলেন। সামান্য দুয়েকটি বিষয় ছাড়া তাঁদেরকে আমরা মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ বলতে পারি। নারীদের জন্য কী অসামান্য মায়া ও ত্যাগ, মননের উৎকর্ষ চর্চায় কী লালিত্য, প্রকৃতি আর প্রেমের সুক্ষ্ম বিনুনিতে কী দক্ষতা, তাঁদেরকে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা : প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, দু'জন কবি ও সমাজকর্মীর জীবন ও কর্মের উপর সার্বিকভাবে আলো ফেলে সাযুজ্য সন্ধান করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। তুলনামূলক সাহিত্যের যে নব আন্দোলন ও ঢেউ এখন এ অঙ্গনে জনপ্রিয় সে ধারায় এটি নতুন মাত্রা যোগ করবে। বাংলা কবিতা, জীবনী, জীবনদর্শন, সংস্কৃতি ও আন্দোলনের সাথে ফারসি কবিতা, জীবনী, জীবনদর্শন, সংস্কৃতি ও ইরানীয় আন্দোলনের একটি তুলনামূলক রূপ এটির মাধ্যমে ফুটে উঠবে। তাতে করে নতুন প্রজন্ম নিজেদেরকে অপরাপর জাতির নানাবিধ বিষয়ের সাথে তুলনা করে নিজের অবস্থান নির্ণয় করে আগামীর পথচলার রূপরেখা তৈরি করতে পারবে।

গবেষণার যৌক্তিকতা প্রশ্নে এটি স্পষ্ট উত্তর যে, এ বিষয়ে ইতোপূর্বে কেউই ভাবেননি। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসির পঠন-পাঠনে আধুনিক ফারসি কবিতার ক্ষেত্রে সিমিন বাহবাহানির কবিতা অতি সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি লেখক, ভ্রামণিক ও অনুবাদক মঈনুস সুলতান এবং মীম মিজানের করা অনুবাদ বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। সেসাথে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানবিক অনুষদের অধিকর্তা মাহবুব আজীজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক শাকির সবুরের আধুনিক ফারসি অনুবাদ কবিতার বইয়ে কয়েকটি কবিতা স্থান লাভ করেছে। যা ইতোমধ্যেই পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছে সিমিন বাহবাহানিকে। পঠিত পাঠকদের কাছে এ প্রবন্ধটি নতুন এক দিগন্ত উন্মোচন করে উভয়কেই নিয়ে ভাবার নতুন প্রয়াস পাবে।

প্রবন্ধ রচনার পদ্ধতি : প্রবন্ধটি যেহেতু তুলনামূলক তাই এখানে পাশাপাশি উভয়ের জীবনের নানাবিধ বিষয়, সৃষ্টিকর্মের রূপ-বিষয়াঙ্গিক তুলে ধরে বিশ্লেষিত হবে। মূলত কোনো একজনকে খাটো করে পক্ষান্তরে অন্যজনকে বড় করে তোলার উদ্দেশ্য পরিহার করা হবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা : যেহেতু এটি উভয়ের জীবন, চিন্তা, কর্ম ইত্যাদি বিষয়ের তুলনায় লিখিত হবে, সেহেতু এখানে মূল জীবনী ভিত্তিক গ্রন্থ, কাব্যসমগ্র, ভ্রমণবৃত্তান্ত, স্মৃতিকথা ইত্যাদি প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় উৎস হিসেবে তাঁদের উপর রচিত নানাবিধ গ্রন্থগুলোই বিবেচিত হবে। আর এসব গ্রন্থ, প্রবন্ধ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, তত্ত্ব ইত্যাদি স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রবন্ধটি লিখিত হবে।

সুফিয়া কামাল ও সিমিন বাহবাহানির পরিচয় : শক্তিমান কবি বেগম সুফিয়া কামাল ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুন (সোমবার, ১০ আষাঢ় ১৩১৮ বঙ্গাব্দ), বেলা ৩টায়, বরিশালের শায়েস্তাবাদস্থ রাহাত মঞ্জিলে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন সমাজের নানা কুসংস্কারের মধ্যেও তিনি স্বশিক্ষিত হয়েছেন। অনেক চড়াই উৎড়াই পার করে দ্বিতীয় সংসারে এসে জীবনের পূর্ণতায় মিশেছেন। আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি কবির তৈরি নিজস্ব সুগভীর ও বিচিত্র আবহে।

সমগ্র জীবন সমাজ সংস্কারের কাজে ব্যয় করে ১৯৯৯ সালে ২০শে নভেম্বর শনিবার সকালে বার্ধক্যজনিত কারণে এই অনন্য নারী মৃত্যুবরণ করেন। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ২৮শে নভেম্বর তার ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে আজিমপুর কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

পক্ষান্তরে একজন নারী একটি সিংহীর ন্যায় গোটাবিশ্বকে জানান দিয়েছিলেন তাঁর গর্জন। তাঁর চিন্তা, তাঁর চেতনা, তাঁর মনন, তাঁর প্রচেষ্টা এতই প্রখর ছিলো যে তাঁকে সামসাময়িক শাসক, রক্তচক্ষু, পেঁচারা ভয় পেত সিংহীর ন্যায়। তাঁর প্রতিবাদের ভাষা, তাঁর মানবতার পক্ষের বজ্রকণ্ঠ ত্রস্ত করতো মানবতার শত্রুদের। তাঁর প্রগতির আহ্বান কম্পন তুলতো পশ্চাৎপদ শাসকবর্গের পাপাত্মায়। তিনি হচ্ছেন আমাদের বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম প্রোজ্জ্বল কবি ও মানবতার কণ্ঠস্বর সিমিন বেহবাহানি। সিমিন ১৯২৭ সালের ২০ জুলাই ইরানের রাজধানী তেহরানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিমিনবার খালিলি বা সিমিন খালাতিবারি নামেও পরিচিত ছিলেন।

বেহবাহানি ২০১৪ সালের ৬ অগাস্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তেহরানের পারস হসপিটাল অব পালমোনারি হার্ট ডিজেজে ভর্তি হন। সেদিন থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোমায় ছিলেন। অবশেষে ১৯ আগস্ট, মঙ্গলবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ২২ অগাস্ট শুক্রবার বাহদত হলে অসংখ্য শুভার্থীর অংশগ্রহণে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে তাঁকে বেহেস্ত-ই জাহারায় সমাধিস্থ করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

উভয়ের সৃজনসম্ভার : বাংলার আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠা স্বশিক্ষিত সুফিয়া কামাল দীর্ঘ জীবনে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সে প্রতিভার স্বাক্ষর আমরা নিচের রচনাবলীতে দেখতে পাই। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো হচ্ছে, সাঁঝের মায়া (১৯৩৮), মায়া কাজল (১৯৫১), মন ও জীবন (১৯৫৭, প্রশস্তি ও প্রার্থনা (১৯৫৮), উদাত্ত, পৃথিবী (১৯৬৪), দিওয়ান (১৯৬৬), অভিযাত্রিক (১৯৬৯), মৃত্তিকার ঘ্রাণ (১৯৭০), মোর জাদুদের সমাধি পরে (১৯৭২)। তিনি কবিতার জমিনের উৎকৃষ্ট চাষি হলেও গল্পের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। সে অসামান্য অবদানের ফসল হচ্ছে কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭)। তিনি ভ্রমণ কাহিনি লিখে নব নব দৃষ্টি বিকাশ করেছেন। যেমন: সোভিয়েতে দিনগুলি (১৯৬৮)। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য রচনাবলী হচ্ছে: স্মৃতিকথা, একাত্তরের ডায়েরি (১৯৮৯); আত্মজীবনীমূলক রচনা একালে আমাদের কাল (১৯৮৮); শিশুতোষ রচনা, ইতল বিতল (১৯৬৫) ও নওল কিশোরের দরবারে (১৯৮১)।

তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্য উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ হচ্ছে: জ'য়ে প বা পদচিহ্ন (১৯৫৪), চেলচেরাগ বা ঝাড়বাতি (১৯৫৫), মরমর বা মার্বেল (১৯৬১), রাস্তাখিজ বা পুনরুত্থান (১৯৭১), খাতি যে সোরাত ব' অতাশ বা গতি ও অগ্নিরেখা (১৯৮০), দাশতে আরযাহান বা আরযাহানের মরুভূমি (১৯৮৩), কাগাজিন যামেহ বা কাগুজে আবরণ (১৯৮৯), ইয়েক দারিচেহ অযাদি বা মুক্তির বাতায়ন (১৯৯৫), কেলিদ ভা খঞ্জর বা চাবি ও চাকু (২০০০) এবং ত'জেতারিনহা বা সাম্প্রতিকগুলো (২০০৮)। তাঁর অনেক কবিতাই ইরানি বিখ্যাত গীতিকার ও সুরকারদের দ্বারা গানে পরিবর্তিত হয়েছে। এমনকি তিনিও তাদের জন্য উৎসাহ নিয়ে গান লিখতেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্য থেকে কতপয় গ্রন্থ বিশ্বের অনেক ভাষায় ভাষান্তরিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাঁর এ কাপ অব সিন বা এক কাপ পাপ(১৯৯৮), শায়াদ কে মাসিহ হাস্ত: গুজিদেইয়ে শাহর বা শহরজুড়ে সম্ভবত মুসা আলাইহিসালাম(২০০৪), দোবারেহ মি সাজামাত ভাতান বা আমার দেশমাতৃকা আমি আবারো তোমায় গড়ব (২০০৯) ইত্যাদি।

তিনি কিছু স্মৃতিকথা লিখে গেছেন। তন্মধ্যে অন মারদ, মারদে হামরাহাম বা সেই ব্যক্তিটি যে আমার পথচলার সাথি(১৯৯০), ব' মদারাম হামরাহ: জেনদেগিনমেইয়ে খোদনেভেশ্ত বা আমার মায়ের সাথে: আমার আত্মজীবনী(২০১১) অন্যতম।

পুরস্কার ও সম্মাননা : উভয়ের লিখনি এতটাই শক্তিশালী ও আবেদনময় ছিল যে, রাশিয়ান, ইংরেজি, উর্দু, স্প্যানিশসহ প্রায় বিশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাদের সাহিত্যকর্ম। সুফিয়া কামাল বাংলা সাহিত্যে এক প্রবাদ প্রতীম নারীসত্তা। জনকল্যাণকর কাজ ও সাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য তাঁকে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত করা হয়েছে। ১৯৬১ সালে তিনি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'তঘমা-ই-ইমতিয়াজ' নামক জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন; কিন্তু ১৯৬৯ সালে বাঙালিদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি তা বর্জন করেন। তার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পুরস্কার: বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২), একুশে পদক (১৯৭৬), নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৭৭), মুক্তধারা পুরস্কার (১৯৮২), জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার (১৯৯৫), Women's Federation for World Peace Crest (১৯৯৬), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বর্ণপদক (১৯৯৬), স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (১৯৯৭) ইত্যাদি। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের Lenin Centenary Jubilee Medal (১৯৭০) এবং Czechoslovakia Medal (১৯৮৬) সহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারও লাভ করেন।

পক্ষান্তরে পারস্য বাঘিনী সিমিন বাহবাহানি ছিলেন ইরানের মুক্তচিন্তার মানুষসহ বিশ্বের মুক্তিকামী, দেশপ্রেমিক এবং সৃজনশীল সম্প্রদায়ের প্রিয় ব্যক্তি। তাই এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি সম্মানজনক অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। ১৯৯৯ ও ২০০২ সালে পরপর দুবার তিনি নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছিলেন। ১৯৯৮ সালে তিনি হিউম্যান রাইটস ওয়াচের তরফ থেকে লাভ করেন হামেট গ্রান্ট পুরস্কার। ২০০৬ সালে নরওয়েজিয়ান অথরস ইউনিয়ন তাঁকে ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন পুরস্কারে সম্মানিত করে। সিমিন ২০০৯ সালে সিমন ডে বিয়াউভয়ির প্রাইজ ফর উইমেনস ফ্রিডম ও ২০১৩ সালে জানুয়াস প্যানোনিয়াস পোয়েট্রি প্রাইজে ভূষিত হন।

ব্যক্তিজীবনের তুলনা ও সাযুজ্য : দু'জন সৃজনশীল ও অধিকারকর্মী দুদেশের, দুসমাজের, ভিন্ন প্রেক্ষাপটের। তবুও তাদের ব্যক্তিজীবন অনেক বিষয়ে এসে একসূত্রে মিলেছে। যেমন উভয়ই জীবনে দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন। কিন্তু প্রথম স্বামীকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাদেরকে স্মরণ করেছেন। কবিতায় স্থান দিয়েছেন। সুফিয়া কামালের মাত্র ১২ বছরে বিয়ে হয় মামাতো ভাই নেহাল হোসেনের সাথে। প্রথম স্বামী অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ১৯৩১ সনে। এসংসারে মাত্র একটি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন সুফিয়া। এরপর দীর্ঘ আট বছর একাকী কাটিয়ে কবির সাথে বিয়ে হয় চট্টগ্রামের কামালউদ্দীন খানের। এ সংসারে কবির গর্ভে জন্ম হয় পাঁচ সন্তানের। তিনটি পুত্র ও দুজন কন্যার। জীবনের প্রথম সঙ্গী নেহালকে ভুলতে পারেননি কবি। তার প্রতি প্রেম ও টান বোধ করতেন। স্মৃতিকাতর হতেন। তাকে স্মরণ করে বেশকিছু কবিতা লিখেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে -

"হোক, তবু বসন্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র বিমুখতা?"
কহিলাম "উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?"
কহিল সে কাছে সরি আসি-
"কুহেলী উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী-
গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে
রিক্ত হস্তে। তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোন মতে।"
(কামাল, ২০১৩: ৩২)

পক্ষান্তরে ইরানের কাব্য ও সামাজিক আন্দোলনের প্রোজ্জ্বল নক্ষত্র সিমিন বাহবাহানি ১৯ বছর বয়সে ১৯৪৬ সনে হাসান বাহবাহানির সাথে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন। বিয়ের পরই নিজের পৈত্রিক উপাধী খলিলি খসে পড়ে। এবং সেখানে যোগ হয় তাঁর স্বামীর উপাধি 'বাহবাহানি'। বিয়ে করে সংসার করার সময় তিনি তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনে অধ্যয়নরতা ছিলেন। তাদের সংসার বিচ্ছেদে উপনীত হয় ১৯৭৯ সনে। এরপর তিনি আবারো ১৯৭১ সনে দ্বিতীয় বিয়ে করে মনুচেহের কোশিয়ারকে। (মার্টিন, ২০১৪:)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 753 - 765
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তিনি আইন পাশ করার পর আইন পেশা না নিয়ে গ্রহণ করলেন শিক্ষকতা পেশাকে। এবং প্রায় তিরিশ বছর সুনামের সাথে শিক্ষকতা করে অবসর নেন। অবশ্য তিনি আইন পড়ার পূর্বে মিড-ওয়াইফারি সম্পন্ন করেছিলেন। দ্বিতীয় স্বামীর সংসারে তাঁর কোনও সন্তান-সন্ততি জন্ম গ্রহণ করেনি। প্রথম পক্ষে সিমিনের তিন পুত্র সন্তান আছে। মনুচেহের কোশিয়ারি ১৯৮৪ সনে মৃত্যুবরণ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বাহবাহানি উপাধিটি কিন্তু সিমিন ত্যাগ করেননি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তিনি ততদিনে উক্ত নামে সাহিত্যাঙ্গনে সুপরিচিত হয়ে উঠেছেন। সামাজিক আন্দোলনে আইকন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নামের পদবী পরিবর্তনে ধুম্রজাল তৈরি হতে পারে। কিন্তু সিমিন সে বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল না করে জীবনের সাথে মধুর স্মৃতির সে নাম অলংকার সযত্নে আগলিয়ে রেখেছেন। সিমিনও তাঁর প্রথম স্বামীর স্মৃতি রোমন্থন করতেন। স্মৃতি কাতরায় কবিতা লিখতেন। যেমন তিনি লিখছেন, -

“সজ্ঞায় ছিলাম না,
সজ্ঞাহীন ছিলাম না,
কাঁদছিলাম না, নিশ্চুপও ছিলাম না
এতটুকুই জানি যে দগ্ধিত হচ্ছিলাম।
এতটুকুই জানি যে দগ্ধিত হচ্ছিলাম
শ্রান্ত ছিলাম, পরিশ্রান্ত ছিলাম,
কি বলবো?
জানি না
তোমায় দেখে বিহ্বল হয়েছিলাম
কেন করেছো, বিস্মৃত হয়েছি।”

কাব্যে প্রেমের প্রয়োগ : প্রেম শাশ্বত। প্রেম ছাড়া কোনও কিছু টিকে থাকে না।প্রেমের জন্যই সংসার বাঁধে। মানুষ বাঁচে। এপ্রেমই সাহিত্যের বিশাল এক জায়গা জুড়ে আছে। আমরা ফারসি সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিখ্যাত কবিদের কাব্যে প্রেম দেখতে পাই। তবে সেপ্রেম ঐশ্বরিক। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা বৈষয়িক বা দেহে লীন মনে হলেও প্রকৃত উদ্দেশ্য এশকে এলাহি। আধুনিক যুগে নাদের নাদেরপুর (১৯২৯-২০০০) একজন ইরানি-মার্কিন কবি। তাঁর কাব্যে প্রেম নারীর হৃদয় পাওয়ার। সঙ্গলীপ্সার। আবার প্রেয়সীর স্মৃতিকে আওড়িয়ে নস্টালজিক হওয়ার। এমনই প্রেম আমরা দেখি ইরানি কবিতার উত্তরাধিকার সিমিন বাহবাহানির কাব্যে। তবে তার কাব্যিক প্রেম বিশাল বিরহের। দুঃখ ও উপেক্ষার অনুযোগ। তিনি তাঁর প্রিয়তম স্বামীকে স্মরণ করে লিখছেন, -

“চলে গেছি তবুও এখনো প্রেম পড়ে আছে হৃদে
কায়িকভাবে সরে গেছি তবুও হৃদ পড়ে আছে তার কাছে
ফেলে রেখেছো বক্ষস্থলে রোমের দুঃখ
আমার প্রেমের থেকে উত্তম কোনও দুঃখ নেই গোটাবিশ্বে।”

আমাদের সুফিয়া কামাল তার প্রাথমিক কাব্যিক জমিনে মূলত প্রেম আর প্রকৃতির চর্চায় মগ্ন ছিলেন। তার সেসময়কার কাব্যে আমরা নিটোল প্রেমের জয়গান দেখতে পাই। তবে প্রেমের বিনিময়ে যদি প্রেমিক দেন উপেক্ষা বা অবহেলা তা কিন্তু পরোক্ষভাবে প্রেমিকের হৃদয়কেই বিদ্ধ করবে। কেননা, প্রেয়সি দুঃখ পেলে একসময় সে অনুতাপ প্রেমিকবরকে প্রভাবিত করবে। এমনই প্রেমের কাহন বুনেছেন সুফিয়া কামাল। লিনি লিখছেন, -

“তোমারে সঁপিয়া ঘুচিয়াছে মোর যত ব্যথা যত জ্বালা
শান্তি লভেছে শ্রান্ত এ হৃদি, মন-মন্দির আলা
-তুমি, যদি দাও ব্যথা
তোমারি হিয়ায় বাজিবে সে গিয়া আমি ত জানি সে কথা।” (কামাল, ২০০২:৩৩)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 753 - 765
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নারীর কথা ব্যক্ত করতে কাব্যিক আশ্রয় : নারী কাব্যের বিষয়বস্তু হয়েছে সেই আদিকাল থেকে। কবিগণ নারীর রূপ, মাতৃত্ব ইত্যাদি বর্ণনায় কাব্য খাতায় এঁকেছেন নারীর বহুবিধ অবয়ব। কিন্তু এনারীই যদি আবার কোনও কবির কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে তাহলে তা কেমন হবে। আবার সেকবি যদি হোন নারীর অধিকার আন্দোলনের প্রতিভূ তাহলে ব্যঞ্জনা, ভাব ও গভীরতা কীরূপ হবে! সুফিয়া কামাল ও সিমিন বাহবাহানি উপরোক্ত দুই জনরার মিশেলে গড়ে ওঠা নারী আন্দোলনের বলিষ্ঠ উচ্চারণের কবি। সুফিয়া কামাল গল্পও লিখেছেন। তিনি তাঁর কেয়ার কাঁটা গল্পে নারী সম্পর্কে তাঁর মতামত এভাবেই তুলে ধরছেন, -

> “যে নারীকে তুমি অপমান করে এলে, তার ক্ষমা না পাওয়া পর্যন্ত তুমি সারা নারী-জাতির যে অপমান করেছ, তার ক্ষমা নেই।” (সুলতানা, ২০১১: ৪৬)

নারী যে জননী, জায়া ও দুহিতা তা যেন পুরুষ জাতি স্পষ্ট মনে রাখে। জীবনের প্রায় সবখানেই এনারীর রয়েছে অসামান্য অবদান। এমনই গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কবি তাঁর নারী ও ধরিত্রী কাব্যে বলছেন, -

“নারী সে বিচিত্র রূপে তার
গৃহে ও বাহিরে করে কর্মক্ষেত্র প্রসারি আবার
জননী স্তন্যদানে, ভগিনী কৈশোর খেলা সাথী
পুরুষের। সন্ধ্যায় সে বধূরূপে জ্বালে গৃহে বাতি।
কঠোর সংগ্রামময় জীবনের অন্ধকার রাতে
আশার বর্তিকা নিয়ে হাতে
নরেরে প্রেরণাদানে নারী
সংসার সাম্রাজ্য হয় তারি।” (কামাল, ২০১৩: ১৬২)

যিনি নিজেই কবি, আর নারী হওয়ার কারণে নানা বৈষম্য ও বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছে পদে পদে তিনি কীভাবে গর্জে ওঠেন নিজের কবিতায় তার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ সিমিন বাহবাহানি। নারীদের জন্য কতকিছু তাকে করতে হয়েছে। সিমিনের নারী চিন্তা ও কবিতায় নারী নিয়ে গবেষকের মন্তব্য হচ্ছে, -

> “The elgance and feminity in Behbehani's poetry reach superior but they are not feministic. Her point of veiw to women is like a physician who knows the pain and the reason of pain. She deals with the problems of women and does not like to complicate the relation between women and men.'' (Izadyar and Azizmohammadi, 2015: 26)

নারী যখন সংসার করে তখন শ্বশুর বাড়ির নানাজনের কাছে তাকে পেতে হয় নানা অবজ্ঞা। তবুও হাসিমুখে করে যেতে হয় সংসার। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও অনেক সময় মেলে না কাজের স্বীকৃতিটুকু। মুখ বুজে তাই সহ্য করতে হয় নারীকে সে যাতনা। আবার যদি নিঃসন্তান হন তাহলে কটাক্ষ বাণে জর্জরিত হতে হয়। নারীকে কবিতার অন্যতম অনুষঙ্গ করে সিমিন বাহবাহানি নারী জাতির প্রিয় হয়েছেন। সিমিনের ভাষায় নারীর ব্যথাতুর জীবনের বুনন, -

“আমি এক নারীকে চিনি,
যার আঁচলের রঙ হলুদ,
দিন-রাত যার কেটে যায় কান্নায়,
কারণ সে এক নিঃসন্তান ব্যথাতুর।

আমি এক নারীকে চিনি,
যার চলার শক্তি নিঃশেষ,
তার প্রতিটি পদক্ষেপ ক্লান্ত,
তার হৃদয় পায়ের নিচে চাপা পড়ে ফুঁসে ওঠে,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 753 - 765
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চিৎকার করে— “আর নয়!”
…
এক নারী পুরুষের মতো পরিশ্রম করে,
তার হাতে কষ্টের ফোসকা,
এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা—
সে ভুলেই গেছে,
তার গর্ভে আরেকটি প্রাণ বেড়ে উঠছে।”

মাতৃভূমি প্রেম : মা, মাতৃভূমি এক সমান। মায়ের মতই আমরা দেশকে ভালোবাসি। দেশও মায়ের মতো তার আলো-ছায়া ও কোলে আমাদের বড় করে। ক্ষুধার অন্য দেয়। দেয় খাদ্য। প্রত্যেক কবির কাব্যের আবশ্যক এক অনুষঙ্গ হচ্ছে মাতৃভূমি। মাতৃভূমির আগমন ও কাব্যে ব্যবহারে অনেক অনেক পার্থক্য থাকলেও সুফিয়া কামাল এবং সিমিন বাহবাহানির মাতৃভূমি প্রেম ও দেশরক্ষার শপথ একই উচ্চতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সুফিয়া কামাল বলছেন -

“তোমাদের ঘরে আলোর অভাব কভু নাহি হবে আর
আকাশ-আলোক বাঁধি আনি দূর করিবে অন্ধকার।
শস্য-শ্যামল এই মাটি মা’র অঙ্গ পুষ্ট করে
আনিবে অটুট স্বাস্থ্য, সবল দেহ-মন ঘরে ঘরে।” - (কামাল, ২০১৩: ৩৬৮)

এখানে শিশুদের তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে কাব্য করেছেন। শিশুরা আগামীতে যেন দেশপ্রেমকে সবার উপরে স্থান দেয় সেবিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। একইভাবে পারস্য কন্যা সিমিন বাহবাহানির স্বদেশপ্রেম যুগান্তকারী। কী দেশপ্রেম! দেশের ভিতরে তাকে অনেক মান, অপমান, লাঞ্ছনা করা হয়েছিল। তবুও দেশছেড়ে কোথাও যেতে চাননি তিনি। যখনই অন্যকোনো দেশে যেতেন সাহিত্যের প্রোগ্রামে। কয়দিন থাকছেন সেখানে গণনা করতেন আর ছটফট করতেন কখন দেশে ফিরবেন। তাঁর দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের কবিতাংশ হচ্ছে -

“আমার দেশমাতৃকা, আমি তোমাকে পুনরায় গড়বো,
যদি প্রয়োজন হয় তবে আমার জীবন দিয়ে ইট বানাবো।
আমি তোমার সাহায্যার্থে স্তম্ভ বানাবো,
যদি প্রয়োজন হয়, আমার অস্থি দিয়ে।”

এখানে সুফিয়া কামালের সাথে দেশপ্রেম মিলেমিশে একাকার। সিমিন নিজেই দেশকে গড়তে চেয়েছেন। পক্ষান্তরে সুফিয়া কামাল শিশুদের দেশপ্রেমের পরম চেতনা শিক্ষা দিচ্ছেন। যাতে সুর একই উচ্চতায় মিলেছে।

ছটফট কাব্যমালায় দেশের প্রকৃতিকে আপন করে বারবারই তার দিকে ছুটে আসতে চান মাতৃকার অমর সৈনিক কবি সিমিন। তেমনি তাঁর দেশপ্রেমের আরেকটি প্রোজ্জ্বল কবিতাংশ হচ্ছে -

“আমার সহস্র কামনা আছে, প্রত্যেক সহস্রই তোমার দিকের
আনন্দের শুরু এবং তোমার প্রত্যাশায় অন্তিমকাল
জীবনের বসন্তগুলো কাটালাম, তুমিহীন কাটালাম
হেমন্ত কাল ছাড়া কি ছিলো, যেখানে তুমিই বসন্ত
আমার হৃদের যে জায়গাজুড়ে তুমি ছিলে তা বরাবরই শূন্য ছিল
এই তুমি আমি উপত্যকায়, তুমি ছাড়া নেই কেউ স্থায়ী।”

আমাদের বাঙালির সাহসী জননীও মাঝেমধ্যে বিদেশ সফর করতেন। তখন তিনিও বাংলার মাটির সোঁদা গন্ধ খুঁজে ফিরতেন। কিন্তু বিদেশ-বিভুঁইয়ে চেরি ফুল ইত্যাদি থাকলেও বাংলার জমিনের শাপলা শালুক তাকে কঠিনভাবে আকৃষ্ট করত। অবচেতন মনে বাংলার ফসলের মৃত্রিকার গন্ধ পেতেন। সেই গন্ধ আর আবহে লিখেছেন, -

"কর্ণফুলির কল্লোল শুনি
মেঘনা পারের গান,
...
বুঝি মনে পড়ে সুদূরের
শ্যামল মাটির মায়া—
যেথা হতে আনে তটিনী নটিনী
সবুজ দেহের ছায়া।"
(কামাল, ২০১৩: ৩০০)
কর্ণফুলির কল্লোল শুনি, কাব্যগ্রন্থ-মৃত্তিকার ঘ্রাণ

প্রকৃতি ও নিসর্গের বুননে মুন্সিয়ানা : যেকোনো সৌন্দর্য, বিশেষ করে প্রকৃতির সৌন্দর্য মানুষকে আনন্দ দান করে। আর একজন কবিকে উদ্বেলিত করে তটিনীর ঢেউ, সকালের স্বচ্ছ শিশির, দোয়েলের শীশ, শীতের মধ্যরাতের টুপটাপ হিম পতিতের শব্দ, কচিপাতা, পূর্ণিমার জোসনা ইত্যাদি। উপর্যুক্ত সবগুলোই উভয় কবির কাব্যজমিনে হয়েছে বাঙময়। সুফিয়া কামাল ঋতু ও প্রকৃতিকে ধারণ করেছেন নিজ মননে। মনন থেকে কাব্যের ফুলঝুরি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পাঠককূলের মানসে। সুফিয়া কামালের কবি মনন ও মানসে বর্ষার আগমন ও স্তুতি এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। পোয়েট অ্যান্ড পেইন্টার খ্যাত ইংলিশ কবি উইলিয়াম ব্লেক যেমন 'ল্যাম্ব' ও 'টাইগার' দুটি কবিতা দিয়ে স্রষ্টার সৃষ্টির দুটি বিপরীত কিন্তু অনিবার্য মহিমা তুলে ধরেন সুফিয়া কামালও তাই। বৈশাখের রুদ্র তাবদাহের পরে আসে বর্ষা। বর্ষার নতুন শীকর ধারায় প্রাণে জাগে স্পন্দন। সজীবতায় প্রাণ ফিরে পায় দুনিয়া। ঝড়ের রুদ্রমূর্তির পরে সরস বর্ষার যে রূপের সন্ধান মেলে, তা কবির 'ঝড়ের শেষে' কবিতায় উঠে এসেছে -

"মধুর মমতা ধারা বিথারিয়া আর্দ্র সমীরণে
ভুলিয়া বেদনা জ্বালা শুচিস্মিতা প্রশান্ত আননে
চাহিয়াছে ঊর্ধ্বমুখী সুকল্যাণী ঝঞ্ঝা বিশেষে
যত ক্ষতি যত ব্যথা ভুলাইয়া ভুলিয়া নিঃশেষে।"
(কামাল, ২০১৩: ২৪)

পক্ষান্তরে আমরা সিমিনের কাব্যসম্ভারকে যদি প্রশ্ন করি তোমার মধ্যে প্রকৃতির রূপ বা ধারণ কতটুকু? সিমিনের কবিতাগুলো উত্তর করে যে, প্রকৃতির রূপ, রস আর সৌন্দর্য দিয়ে ঠাসা আমাদের কানন। নিমা ইউশিজ আর আহমাদ শামলুর আধুনিক ও রোমান্টিক-প্রকৃতির বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা আন্দোলনের ফসল সিমিন বাহবাহানি তার কবিতায় ভাব প্রকাশ, উপমা-উৎপ্রেক্ষার আশ্রয়ের জন্যও প্রকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন। কবি লিখছেন -

"কেন চলে গেলে, কেন? আমি অস্থির হয়ে আছি,
আমার হৃদয়ে কেবল তোমার আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষা।
তুমি কি বললে না, আজকের চাঁদের আলো কত সুন্দর?
তুমি কি দেখলে না, আমার মন দুঃখে অস্থির হয়ে আছে?
এখন কি বসন্তের মৌসুম নয়, ফুল ফোটার সময় নয়?
একজন প্রেমিক কি বসন্তে অস্থির হয়ে ওঠে না?
আমি কি আমার বন্ধ ও চুপ থাকা ঠোঁট দিয়ে
তোমাকে আমার ক্লান্ত হৃদয়ের গোপন কথা বলিনি?"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 753 - 765
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গভীর বোধের রূপায়ন : বোধ আর ভাষা আছে বলেই সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সেরা। সেরাদের মধ্যে আবার সেরা হচ্ছেন তারা, যারা বোধের চর্চা করেন। আর বোধের চর্চায় সৃজনশীল ব্যক্তিগণই এগিয়ে। সাধারণ মানুষ যে দৃষ্টিতে প্রাণ, প্রকৃতি আর মানুষকে দেখেন, বোধের চর্চাকারীগণ কি সেই সাধারণ দৃষ্টিতে দেখেন? এমদমই না। তারা গভীর পর্যবেক্ষণ দৃষ্টিতে দেখেন। উপলব্ধি করেন ও মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য সৃজনে স্থান দেন। ফলে যুগে যুগে কালে কালে মানুষেরা বোধোদয় পেয়ে বিপ্লব ঘটিয়েছে। নিজেদের সংশোধন করেছেন। সুফিয়া কামাল ও সিমিন বাহবাহানি গভীর বোধ ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। মানুষকে ভাবিয়েছেন তাদের সৃজনে। স্পর্শ করেছেন পাঠকের বোধের বদ্ধ দুয়ারে। যেমন সুফিয়া কামাল তার *কাব্যগ্রন্থ-সাঁঝের মায়ার - পৃথিবীর পথ* শীর্ষক কবিতায় লিখছেন -

“এতো হিংসা এতো দ্বেষ! এতো ক্রুর, এতো স্বার্থপর
করিয়া সৃজিলে তুমি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরে ঈশ্বর!
পশু— সেতো পশু! তবু সহজাত সংস্কার মায়ায়
রেখেছো সুন্দর করি। মানুষের ভঙ্গুর কায়ায়
ভরিয়া দিয়েছো যত গ্লানি পাপ তাপ।
একি অভিশাপ!”
(কামাল, ২০১৩: ২৬)

পক্ষান্তরে সিমিনের কাব্যেও বোধের দুয়ারে স্পর্শ করার কাব্যিক প্রয়াস আছে। আসলে মানুষের বোধের দুয়ার যদি খুলে দেয়া যায় তাহলে নির্বোধ হয়ে লোভ করবে না। অপরের ক্ষতি বা অনিষ্ট করবে না। অন্যকে ভালবাসলে যে একসময় ভালোবাসা ফেরত পাবেন তা উপলব্ধি করবে। এক্ষেত্রে সুফিয়া-সিমিন কাব্য পথের গন্তব্য একবিন্দুতে মিশেছে। সিমিন বলছেন -

“সকল জ্ঞানীদের নিকট গেলাম, কে কি জানে
আমার নিভৃত কোণে কি প্রজ্ঞা আছে
তোমার হৃদ নেই, আর তোমার দুঃখও নেই
কিন্তু আমি এইজন্য পুলকিত যে আমার হৃদও আছে দুঃখও আছে।”

সমাজের দর্পণ কবিতা : সাহিত্য সমাজের দর্পন। যদিও হাল আমলে কল্পবিজ্ঞানের জয়জয়কার। তবে কল্পবিজ্ঞান তো আর সমাজের বাইরের কিছু না। কেননা, কল্পবিজ্ঞান থেকে উৎসাহ পেয়ে নতুন প্রজন্ম নব নব গ্রহ, নব আবিষ্কারের নেশায় সমৃদ্ধ করবে পৃথিবীকে। সুতরাং সমাজের গণ্ডির বাইরে আর তেমন কিছু নেই। একজন কবি হচ্ছেন সমাজের প্রাগ্রসর চিন্তার মানুষ। তাই তিনি সাধারণ মানুষকে পথ দেখান। চোখে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করেন ভাল-মন্দ। আর যদি তিনি সেটা না করেন। তোষামুদে সাহিত্য লিখতে থাকেন। তাহলে সমাজ তাকে সময়ের ব্যবধানে ছুঁড়ে ফেলবে। কিন্তু কী সৌভাগ্যবান উভয় কবিই যে, তারা সাহিত্য অঙ্গন এমনকি সামাজিক অঙ্গনেও অনেক মর্যাদার আসনে আসীন। এমনই আসন করে দেয়ার প্রসঙ্গে গবেষক লিখেছেন, -

> “Second period of Simin's poems concides with Islamic Revolution and the subsequent war. Two major streams in the contemporary Iranian history that have a special place in poetry of Simin.”

এখানে স্পষ্ট যে সিমিন তার কবিতাকে করেছেন সমকালীন স্পষ্ট দর্পণ। পক্ষান্তরে আমাদের জননী সাহসিকা কাব্যচর্চার প্রারম্ভ থেকেই সমকালীন সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাব্যের আশ্রয়ে স্মৃতি রেখে গেছেন। পাকিস্তান সময়ে পাকিস্তানের নানা বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনা, আল্লামা ইকবাল, শাহাদাৎ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম এরকম অনেক বিষয়েই তিনি কাব্য করেছেন। তবে শাসকগুষ্টির ছত্রছায়ায় শোসনের বিরুদ্ধে তিনি চরমভাবে সোচ্চার ছিলেন। এমনই কাব্য করেছেন অভিযাত্রিক কাব্যগ্রন্থের ক্ষমা নাই কাব্যে, -

“ক্ষুধিতের অন্নকাড়ি, বস্ত্র-কাড়ি বধূ কুমারীর,

উৎসব আনন্দ কাড়ি, নিরানন্দ করি শান্ত নীড়
যারা হল ধনী ধনবান
বাড়ায়ে অন্যায় পাপ পর্বত সমান-
দিনে দিনে করিতেছে জমা
নিতে হবে প্রতিদান, বিধাতার কাছে নাই ক্ষমা।"
(সুলতানা, ২০১১: ৮৫)

ইরানের ইসলামি বিপ্লব, তারও আগে বিশ্বযুদ্ধ এবং বিপ্লব পরবর্তী সময় দারুণ কাব্যিক তুলিতে এঁকেছেন সিমিন। সুফিয়া কামালও ইংরেজদের শোসন, পাকিস্তানিদের বৈষম্য আর স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ দেখে কাব্যখাতায় সুস্পষ্ট চিত্র এঁকেছেন। এক্ষেত্রে উভয় কবিই একমালায় দুই দামী গোলাপ।

নৈতিকতা : নৈতিকতাহীন সমাজ অরাজকীয়। এমন অরাজকীয় সমাজে বসবাস করা নরকবাসের সমান। যারা সংস্কৃতিবান মানুষ, নীতি মেনে চলেন, অনুশাসন মেনে চলেন তারা শৃঙ্খলিত জীবন যাপন করেন। যার ফলে সমাজে সবার অধিকার বাস্তবায়ন হয়। প্রত্যেক ধর্মই নৈতিকতা ও ভালো কাজের কথা বলে। যারা প্রকৃত ধার্মিক তাদের দ্বারা অন্য কেউ ন্যূনতম ক্ষতি বা কষ্টের সম্মুখীন হবে না। সুফিয়া কামাল ও সিমিন বাহবাহানি উভয়েই নৈতিকতা চর্চায় আন্তরিক ছিলেন। সুফিয়া কামাল জীবনে নিরীহ মানুষের মতো চলেছেন। তবে নারীদের স্বার্থ বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন। ব্যক্তি জীবনে ইসলাম ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতেন। আবুল আহসান চৌধুরীকে দেয়া সাক্ষাতকারে তিনি বলছেন, -

> "হ্যাঁ, আমি নামাজ-রোজা, এটা করতে চাই। এটা আমার সংস্কার। আমি ছাড়তে চাই না। রোজা করি, নামাজ পড়ি। সবই করি। করব না কেন?" (চৌধুরী, ২০১১: ৭৯)

সুফিয়া কামালের কাব্যের পরতে নৈতিকতা, অনুশাসন মেনে চলা, স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা স্থান লাভ করেছে। তিনি শিশুদের শেখাচ্ছেন কীভাবে স্রষ্টাকে নিবেদন করতে হয় ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয়। প্রার্থনা শীর্ষক ছোট্ট কবিতা -

"তুলি দুই হাত
করি মোনাজাত
হে রহিম রহমান
কত সুন্দর করিয়া ধরণী
মোদের করেছ দান,

গাছে ফুল ফল
নদী ভরা জল
পাখির কণ্ঠে গান
সকলি তোমার দান।

মাতা, পিতা, ভাই, বোন ও স্বজন
সব মানুষেরা সবাই আপন
কত মমতায় মধুর করিয়া
ভরিয়া দিয়াছ প্রাণ।"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 753 - 765
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ইরান আগে থেকেই পরিশীলিত ও উন্নত সভ্যতার দেশ। সেখানখার একজন প্রাগ্রসর চিন্তার মানুষ সিমিন বাহবাহানিও সেরকমই সংস্কৃতিবান এবং একজন পরিশীলিত চিন্তার মানুষ ছিলেন। কাব্যে, আন্দোলনে, চিন্তায় তিনি নৈতিকতা, মূল্যবোধ মেনে চলতেন।

নিপীড়িত মানুষের মর্মবেদনা : কবিদের কাব্যে সাধারণ মানুষ কথা বলে ওঠে। তারা তাদের দুঃখ, দুর্দশা, ক্ষুধা ও নিপীড়িত জীবনের হাহাকার প্রকৃত কবিদের কাব্যে স্পষ্ট দেখতে পান। সুফিয়া কামাল ও সিমিন বাহবাহানি দুজনেই গণমানুষের কবি। গণমানুষের কণ্ঠস্বর। তাদের কাব্য আমরা নারীর যেমন আত্মভাষ্য দেখতে পাই। তেমনি দারিদ্র্য দুর্দশাগ্রস্থ মানুষকেও পরম মমতায় তুলে এনেছেন। কাব্য বা সাহিত্য যখনই দরবার থেকে বেরিয়ে এসেছে তখনই তা গণমানুষের কথা বলেছে। এমনই মুক্তিকামী মানুষের কথা সুফিয়া কামাল বলছেন, -

“দ্বন্দ্ব ও দ্বিধায় কেটে গেছে বহুকাল
কত যে ভয়াল
শ্বাপদসঙ্কুল মন তিমির নিশীথে
পথ পাড়ি দিয়া দিয়া হল উত্তরিতে
মুক্ত নীল আকামের তলে।
মুক্তিকামী সেই সেনাদলে
স্মরিতে আনত হয় হিয়া
যাঁরা গেছে মুক্তিমূল্য দিয়া
অশঙ্কিত প্রাণ
আজি এ পতাকা ধরি তাঁদের সম্মান
জানাইতে ভুল নাহি হয়
শতাব্দীর অন্তেও সে রহিবে অক্ষয়।”
(কামাল, ২০১৩: ২৪৪)

পক্ষান্তরে সিমিন বাহবাহানি সবসময়ই সময় সচেতন। তিনি আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেও আইন পেশায় নিয়োজিত হননি। হয়েছেন গণমানু কণ্ঠস্বর। যেখানে অন্যায় ও নিষ্পেষণ হয়েছে সেখানেই তিনি উচ্চকিত কণ্ঠ হয়েছেন। মাজলুম জনতার কাতারে দাঁড়িয়েছেন। গোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন মানুষের পক্ষে কথা বলে। একটি দেশ যখন যুদ্ধ বিদ্ধস্থ হয় তখন সেখানে খাদ্যাভাবসহ বেশকিছু বিষয়ের সংকট দেখা দেয়। ইরানের এমন প্রেক্ষাপটে কবি লিখছেন, -

“আমি তাকে জিগ্যেস করলাম: এর মানে কী?
তিনি হাসলেন : এটা আমার দরিদ্র সন্তান
সে আমার কাঁধে বসে আছে
এখনও তার জুতো খুলেনি”

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে উভয়ের কবিতার সুর সমকালীন শাসকদের দিকে সমালোচনার ইঙ্গিতবহ।

রাজনৈতিক চেতনা : লেখক ও চিন্তাবিদগণ সময়ের সাথে সাথে উত্তম রাজনীতি সচেতন হন। অনেকেই সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িত। বিশ্বের নামকরা কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ গণমানুষের পক্ষের রাজনীতির সাথে জড়িত। কখনোই তারা আপোষ করেননি। পাবলো নেরুদা, আল্লামা ইকবাল, ইমাম খোমেনি এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যাবে। আমাদের আলোচ্য কবি ও সমাজকর্মী সুফিয়া এবং সিমিন উভয়েই ভালোভাবে রাজনীতি সচেতন ছিলেন। সুফিয়া কামালের রাজনীতি সচেতনতার কাব্য হচ্ছে, -

“আমরা নেমেছি সংগ্রামে,

জয়ী হব মোরা সংগ্রামে।
পূর্ব গগনে আলোয় আভাস: পশ্চিমে ওই আঁধার নামে,
হবো জয়ী মোরা এ সংগ্রামে।"
(সুলতানা, ২০১১: ১১০)

একইরকম রাজনীতি সচেতনতা নিয়ে কাব্য করেছেন সিমিন। তবে কাব্য এবিষয়ে করেছেন সিরিজ আকারে। ইলখানিয়াত রাজবংশ প্রজা বা জোহরেহদের ওপর যে অত্যাচার ও নির্যাতন চালায় তার বিবরণ আমরা দেখি সিমিনের কাব্যে। সিমিন লিখছেন -

"ইলখানি তোমরা হয়েছো রাজা
তাই বলে জোহরেদের দেবে সাজা
জোহরেদের হারের ওপর দাঁড়িয়ে প্রাসাদ ঐ
সাবধান তোমরা, তোমাদের চোখে চোখ রেখে কথা কই।"

মুক্তচিন্তা চর্চায় সাযুজ্য : আমাদের এই পশ্চাদপদ দেশকে সময় উপযোগী শিক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতি, সুশৃঙ্খল মুক্তবুদ্ধি ইত্যাদির চর্চা ও প্রসারের মাধ্যমে এগিয়ে নিতে যারা প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়েছিলেন তাদের মধ্যে সুফিয়া কামাল অন্যতম। নারী হিসেবে বেগম রোকেয়ার পরেই যার অবস্থান সমুজ্জ্বল। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকটি জাতীয় স্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সরাসরি তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। মহৎপ্রাণ সমাজসেবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সাথে জাতির কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে সাক্ষাৎ করে নিজেকে আরও ঋদ্ধ করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম 'সাঁঝের মায়া' কাব্যগ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন যেটি পাঠক সমাজসহ বোদ্ধা মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিলো। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের বিরোধিতা করেন। মহাত্মা গান্ধীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন নিজ হাতে চরকায় কাটা সুতা। বেগম রোকেয়ার আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে কাজ করেন। মুসলিম মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য তার প্রাণ ছটফট করতো। আর সেটাই তিনি এ সংগঠনের মাধ্যমে করতে পেরেছিলেন। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের সওগাত পত্রিকায় বাসন্তী প্রকাশ হলে আরও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। লীলা রায়ের প্রভাব তার সমাজকর্মী জীবনের উপর ব্যাপক। কেননা তার আহবানেই অনেকটা সাহস পেয়েছিলেন সুফিয়া কামাল।

ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ মনন্তর ও হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে মানব সেবা প্রদান করেন। দেশ বিভাগের অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি শান্তি কমিটিতে যোগ দেন। কেননা, হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ তখন অনেক মানবসন্তানকে হত্যা করেছে। সেসময়ই তাকে সভানেত্রী করে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি গঠিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন মহিলা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী হিশেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ সংগঠনের সাথে আজীবন সম্পৃক্ত ছিলেন। বাংলাদেশ মহিলা পুনর্বাসন বোর্ড, বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন কমিটি, ছায়ানট, নারী কল্যাণ সংস্থা ইত্যাদির সভানেত্রী ও গুরুত্বপূর্ণ পদে সম্মানের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এসব দায়িত্ব পালনে সুফিয়া কামালের মুক্তবুদ্ধিচর্চার সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া গেল।

ইরানের সিংহী সিমিন বাহবাহানিও নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃত্ব দেন। যাতে তার মননে কূপমণ্ডূকতার বাইরে এসে মুক্তবুদ্ধিচর্চা করার স্পষ্ট নিদর্শন ফুটে ওঠে। ১৯৭৯ সনের পর তিনি মানবাধিকারের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। যার জন্য নানা হুমকি, জুলুম, নির্যাতন ও কারান্তরীন হতে হয়েছিলো তাকে। তিনি একাধিক বছর ইরানের রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রধানের (সভানেত্রী) দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কানুনে নেসভানে ওয়াতান খান বা দেশপ্রেমিক নারীদের সংগঠনের সদস্য ছিলেন। পাশাপাশি হেজবে ডেমোক্রেটিক বা ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য এবং কানুনে জানান বা মহিলা সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেন। এমনকি অয়ান্দেইয়ে ইরান বা ইরানের ভবিষ্যত নামক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। নারী দিবসের মিছিলে তার ওপর হামলা করা হয়। কারানির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল তাকে। তেহরানের নামুস

দারুল মোয়াল্লেমাত এবং নও বাভেগান নামক বিদ্যালয়ে ফরাসি(ফ্রেঞ্চ) ভাষার পাঠ দিতেন। তিনি তার কবিতায় মুক্তবুদ্ধিচর্চাকে প্রাধান্য দিতেন।

কাব্যকলা বা শিল্পরূপ : কবিতাশরীর বা সৌষ্ঠব গঠনে উভয়ের দারুণ অবদান আছে। এগুলো পড়তে যেমনি ঝরঝরে, শুনতে তেমনি শ্রুতিমধুর আর দেখতে চক্ষু শীতল করে। সুফিয়া কামালের কবিতা পাঠে ধন্দে পড়তে হয় না পাঠককে। সে হিসেবে তিনি সবার কবি। কবিতায় অজানা শব্দ বা ঘোমটা দিয়ে কথাবলা এড়িয়ে চলেছেন সুফিয়া। একইরকম সিমিন নিও ক্ল্যাসিক রীতি অনুসরণ করে কবিতা লিখেছেন। সিমিনের অনেক কবিতাই গানে রূপান্তর করা হয়েছে।

উপসংহার : উপরোক্ত বিষয়গুলো আলোচনার পর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়েছে যে, উভয়েই নীতি-নৈতিকতার চর্চা করতেন, সামাজিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখতেন সবিশেষ নারীদের অধিকার আদায়ের পক্ষে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমমনা অনেক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা। উভয়েই কবিতা আত্মজীবনী লিখেছেন। তবে বৈসাদৃশ্য বিষয়গুলো হচ্ছে সিমিন গল্প লিখেননি; সুফিয়া কামাল গল্প লিখেছেন। সিমিনকে ইরানের জাতীয় কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন অনেকেই। কিন্তু সুফিয়া কামালকে তেমন অভিধা দেয়া হয়নি। সিমিনের কবিতা বলে বারাক ওবামা ইরানের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সুফিয়ার কবিতা বিশ্ব দরবারে পৌঁছিলেও নেতৃবৃন্দ কেউ পাঠ করে অনুরূপ শুভেচ্ছা জানাননি। সুফিয়ার কাব্য প্রকৃতিঘেঁষা, সমাজের আটপৌরে গতানুগতিকতার মধ্যে চৌহদ্দি। পাশাপাশি সমরে, অন্যায়ে হুংকার ছাড়ে। সিমিনের কবিতাও সমরে এবং অন্যায়ে হুংকার ছাড়ে। তবে ততোটা প্রকৃতিঘেঁষা যেটাকে গ্রামীণ বলে সেটা নয়।

Reference:

Ahmadi, Pegah (2006). *Woman's Poetry from Begining to Today*.TehranCheshme Publication.
Izadyr, Mohsen and Azizmohammadi, Fatemeh (2015). *Social ideas in poetry of four female Contemporary poet (Parvin Etesami, Forough Farokhzad, Tahereh Safarzadeh and Simin Behbahani)*, International Letters of Social and Humanities Sciences, SciPress Ltd, Switzerland. 20-27.
Behbabahni, Simin (2007). *Collection of Poetries*. Tehran, Negah.
Behbabahni, Simin (1984). *Dasth Arzhan*. Tehran, Zavar.
Behbabahni, Simin (1993). *Selection of Simin Behbahani's Poetries*. Tehran, Negah.
Bageni, Jahra Ganbarali; Alizadeh, Dr. Shaheen Awjaq and Isfahan, Dr. Mondana Hashemi (2022). Excellence of Human Character in the Poems of Simin Behbabahani Based on the Theory of Erich Fromm, Literary Text Research, Allama Tabatabaye University Press, Tehran. 26.
Ebrahimi, Mokhtar (2011). *Literary Terms.*Ahwaz, Motabar.
সুলতানা, ইয়াসমিন (২০১১)। সুফিয়া কামাল: নারী নেতৃত্ব ও সাহিত্যকৃতি, ঝিনুক প্রকাশনী, ঢাকা।
মাতিন, আব্দুল (২০২২)। নারী প্রগতির অগ্রদূত 'সুফিয়া কামাল', INSIGHT: An International Multilingual Journal for Arts and Humanities, Ernakulam, Kerala, Volume 2-Issue: 2- April 2022, 28-38.
কামাল, সাজেদ (সম্পা.)(২০০২)। সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
কামাল, সুফিয়া (২০১৩)। কবিতা সমগ্র, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা।
চৌধুরী, আবুল আহসান (২০১১)। সুফিয়া কামাল: অন্তরঙ্গ আত্মভাষ্য, প্রথমা, ঢাকা।
জাহাঙ্গীর, ড. সেলিম (১৯৯৯)। সুফিয়া কামাল, তৃণলতা প্রকাশ, ঢাকা।
সিমিন বাহবাহানির প্রসঙ্গে উদ্ধৃত কবিতাগুলি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার ২০১৯ সনের ২৫ মার্চ সংখ্যায় 'ইরানের সিংহী সিমিন বেহবাহানি' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে সংগৃহিত।